সঙ্গী তিন মন্ত্রী, পুরপ্রধান, মুখ্য সচিব, মুখ্য বাস্তুকার-সহ অফিসারদের বিরাট কনভয়

মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ ঘণ্টায় ঘুরে দেখলেন শহরের চলতি ১০ বড় নির্মাণকাজ

আজকালের প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রবিবার সকাল থেকে দুপুর আগরতলা শহরের অন্তত দশটি নির্মাণ-কাজ সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন। নির্মাণ-কাজের পর্যালোচনা করেছেন। কিছু কিছু কাজে পরিমার্জন পরিবর্ধনের পরামর্শও দিয়েছেন। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পূর্ত ও অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরি, পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী মানিক দে, বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, মুখ্য সচিব এস কে পান্ডা, পুর চেয়ারম্যান ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, পূর্ত প্রধান সচিব যশপাল সিং, পূর্ত মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার এস কে ভৌমিক-সহ অন্যান্য সরকারি অফিসার। বিরাট কনভয়। অন্তত কুড়ি থেকে পঁচিশটি গাড়ির। শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে চলার যাত্রাপথে থমকে ছিল অন্যান্য যানবাহনের গতি। সকাল ৯টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে বের হন। পরিদর্শন ও বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী যখন বাসভবনে ফেরেন ঘড়ির কাঁটা বলছিল দুটো বেজে গেছে। রবিবার সরকারি ছুটি থাকায় মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য মন্ত্রী ও অফিসারদের কনভয়ের যাতায়াতে পথচারী বা অন্যান্য যানবাহনের তেমন অসুবিধে হয়নি। তুলনায় ভিড় কম ছিল পথে-প্রান্তরে। মুখ্যমন্ত্রী যে নির্মাণ স্থলেই পরিদর্শনে গেছেন খুঁটিয়ে সব খোঁজ-খবর করেছেন। কাজ নিয়ে অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কোথায় কী সংশোধন সংযোজন প্রয়োজন তারও নির্দেশ দিয়েছেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম যান বড়দোয়ালি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে। তার পর একে একে জয়নগরে আম্বেদকর স্কুল, বটতলা শ্মশান, রামনগর ৪ নং স্কুল, বাণী বিদ্যাপীঠ, উমাকান্ত আকাদেমি, ওরিয়েন্ট চৌমুহনি থেকে আই জি এম হাসপাতাল পর্যন্ত কভার ড্রেনের কাজ, এরপর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, দুর্গাবাড়ি নাটমঞ্চ, পুরনো সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। পরে শিশুবিহার

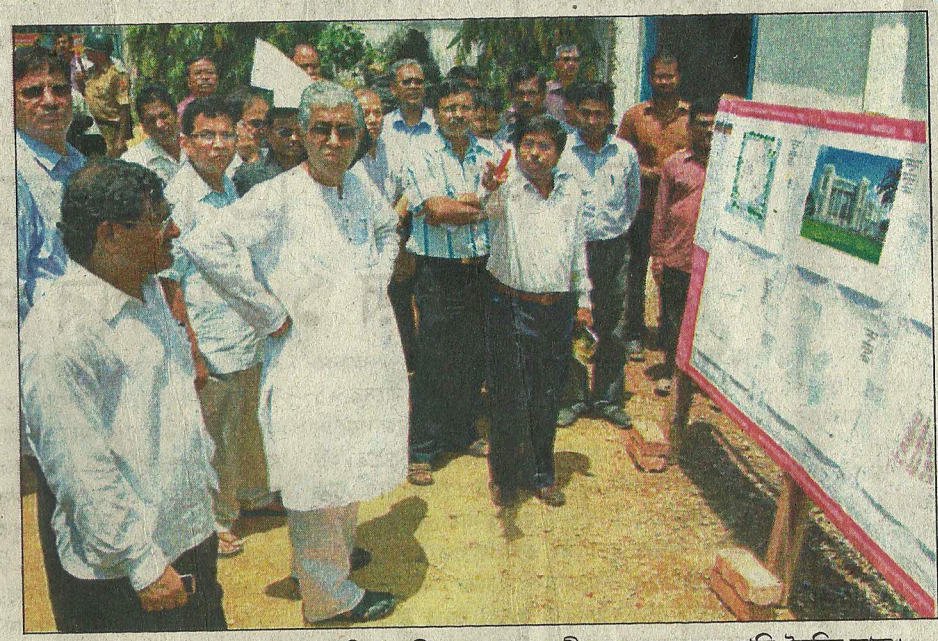

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সরেজমিনে খতিয়ে দেখছেন রবীন্দ্র ভবনের নতুন বাড়ি তৈরির কাজ। রবিবার। আগরতলায়। ছবি: রাকেশ দেবনাথ

পঞ্চাশ শতাংশ শেষ। বাকি কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই শেষ করার জন্য নির্ধারিত সময়। এই কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার জন্য নির্দেশ। পর্যালোচনা হয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের পেছনে অফিস লেনে খালের ওপর কভারড ড্রেনের কাজ নিয়েও। ৫৪০ মিটার দীর্ঘ এই কভার ড্রেনের কাজ আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু কাজের শ্লথতার জেরে ঠিকেদারকে বাতিল করে দেয় রাজ্য সরকার। বাতিল করে দিয়ে নতুন টেন্ডার ডাকা হয়। পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার ফের কাজ শুরু হবে। তবে শহরের সাংস্কৃতিকমোদীদের জন্য সুখবর। আগরতলায় আরও একটি অডিটোরিয়াম হচ্ছে। আগরতলা শহরের পুরনো সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ভেঙে ফেলা মিলনায়তনের জমিতে (আই জি এম চৌমুহনি) হবে এই অডিটোরিয়াম। ৪২৫ আসনের। মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই নির্মাণ স্থানটি পরিদর্শন করেন। ২ কোটি ৯৬ লাখ টাকার প্রকল্প। রাজ্য সরকারের ভাবনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে এই অডিটোরিয়াম। ৪২৫ আসন হলে হবে না। ব্যালকনি করে আরও শ'খানেক আসন ছোট— সাড়ে তিনশো আসনের। এন বি সি সি কাজের দায়িত্বে হলেও তারা নতুন ঠিকেদারি সংস্থা জে পি প্রজেক্টকে কাজের ভাগ দিয়েছে। সব কিছু দেখে মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছে, রবীন্দ্র ভবনের কাজ আগামী বছরের ৯ মে-র মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ার যে কথা, তা সম্ভব হবে না। দু-এক মাস বেশি লাগতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী পাশের দুর্গাবাড়ি নাটমন্দির যা 'মুকুন্দমঞ্চ' নামে খ্যাত তা পরিদর্শন করেন। এখানে পুরনো টিনের চালার মঞ্চ ভেঙে ফেলে নতুন সুদৃশ্য মঞ্চ তৈরি হয়েছে। উঁচু স্টিলের খুঁটির ওপর ট্রান্সপারেন্ট সিট দিয়ে ঢাকা, মঞ্চ তৈরি হয়েছে রাজ্য পূর্ত দপ্তরের ভাবনায়। এর জন্য বেশ প্রশংসিত হয়েছেন পূর্ত মুখ্য বাস্তুকার। দুর্গাবাড়ির সামনে এবং উকামান্ত আকাদেমি পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন আকাদেমির গাছতলার কাছে সাইকেল স্ট্যান্ড গড়ে তোলার। বড়দোয়ালি, আম্বেদকর, রামনগর ৪ নং বাণী বিদ্যাপীঠ, উমাকান্ত আকাদেমি স্কুল পরিদর্শনের সময় স্কুলের নির্মাণ কাজগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য বলেন। বটতলা শ্মশানে সংস্কারের কাজ চলছে। হাওড়া নদীর পাড়ে শ্মশানে নতুন ঘাট হবে। নতুন চুলো হবে। রবিবার ছুটির দিন হলেও মুখ্যমন্ত্রীকে বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরি পুরমন্ত্রী মানিক দে-র পরিদর্শনের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্য দায়িত্বে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। পরে উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ধরনের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন নতুন কিছু নয়। বামফ্রন্ট সরকারের কাজের ধারাই এটা। কাজের গোড়ায় গিয়ে দেখা। হাজির হওয়া। কাজে নতুন কিছু সংযোজন হবে কি না, সংশোধন হবে কি না তার পরামর্শ দেওয়া। এদিকে কর্নেল চৌমুহনি থেকে বিদুরকর্তা চৌমুহনি পর্যন্ত রাস্তার পুবপাশে ড্রেনের ওপর কংক্রিট কভার দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। রাস্তা